খোলাবাজারে নোটসহ বোর্ডের বই-এর ব্যবসা জমজমাট

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ডাকঘরের মাধ্যমে বোর্ডের বই বিতরণ ব্যর্থতার ফলে খোলাবাজারে নোটসহ '৭৯-৮০ সালে প্রকাশিত বোর্ডের বই-এর ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ডাকঘরের মাধ্যমে '৮১ সালে প্রকাশিত বোর্ডের অধিকাংশ বই ছাত্রদের হাতে পৌঁছায়নি। এদিকে নতুন শিক্ষা বছরের দু'টো মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। বই এর অভাবে ছাত্ররা ক্লাস করতে পারছে না। ডাকঘরগুলোতে দীর্ঘ লাইনে দাড়িয়েও ছাত্ররা তাদের সবগুলো পাঠ্য বই সংগ্রহ করতে পারছে না। সপ্তম শ্রেণীর বেশীর ভাগ বই-ই বোর্ড এখনও ছাপাতে পারেনি। ডাকঘরে অভিভাবকরা লাইনে দাঁড়াচ্ছেন অফিস-আদালত, ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে। ছাত্ররাও দাঁড়াচ্ছে তাদের ক্লাস কামাই করে। বই না পেয়ে ছাত্র অভিভাবকরা যখন হতাশ হচ্ছে তখন বিভিন্ন বই-এর দোকান ১৯৭৯-৮০ সালে বোর্ডের প্রকাশিত বিভিন্ন ক্লাসের বই বিক্রির ফাঁদটা পেতে বসেছে। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী (সপ্তম শ্রেণী ছাড়া) পর্যন্ত বোর্ড প্রকাশিত বইগুলোর সাথে নোট বই নিতে বাধ্য করছে। নোট বই ছাড়া কোন বই তারা বিক্রি করছে না। যদিও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোট বই বিক্রির উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শুধু বোর্ডের বই কিনলে যে দাম পড়তো নোট বইসহ কিনতে হচ্ছে বলে এই দর প্রায় চারগুণ পর্যন্ত বেশী পড়ছে। যেমন নবম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের সমস্ত বই-এর দাম আটচল্লিশ টাকা তেষট্টি পয়সা। নোটসহ দাম পড়ছে দু'শ' ষাট টাকা। এটা ঢাকার দর। মানবিক বিভাগের সমগ্র বইয়ের মূল্য তেত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা। নোটসহ দাম পড়েছে একশ' নব্বই টাকা। অষ্টম শ্রেণীর একসেট বই-এর দাম ষোল টাকা পঁচাত্তর পয়সা। নোটসহ নব্বই টাকা। ষষ্ঠ শ্রেণীর একসেট বই-এর দাম পনের টাকা পনের পয়সা। নোটসহ ষাট থেকে সত্তর টাকা। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকদের সাথে ডাকঘরের মাধ্যমে বই সংগ্রহ সম্পর্কে শিক্ষকদের অভিমত হল, ডাকঘর থেকে ছাত্রছাত্রীরা অধিকাংশ বই

(শেষ পৃঃ ৫এর কঃ দ্রঃ)

বইয়ের ব্যবসা

(১ম পাতার পর)

এখনও সংগ্রহ করতে পারেনি। মোট বই-এর ২০/৩০ শতাংশ তারা সংগ্রহ করেছে। শিক্ষা বর্ষের দুটো মাস শেষ প্রায়। পড়াশোনা পুরো মাত্রায় শুরু করা যাচ্ছে না। সিলেবাস শেষ করা কষ্টসাধ্য হবে। ছাত্রদের অভিমত সারাদিন লাইনে দাড়িয়ে থেকে পাঠ্য তালিকার একটা দুটো বই তারা পাচ্ছে। অভিভাবকরা বলছেন, আর কত কাজকর্ম ফেলে প্রতিদিন লাইনে দাড়ানো যায়, একদিন দাড়িয়েও যদি সব বই পাওয়া যেতো তাও না হয় হতো। তারা ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। কিছু কিছু ডাকঘরের সাথে যোগাযোগ করলে কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বোর্ড বই যোগালে আমাদের বিক্রি করতে অসুবিধে কোথায়। সব ঝামেলা আমাদেরকেই পোহাতে হচ্ছে।

খোলাবাজারে ছোট বই-এর দোকানদারদের অভিমত, আমরা তো সরাসরি এখনো বোর্ড থেকে বই পাইনি। একাশি সালের পূর্বে বোর্ডের ১৬ হাজার এজেন্টের মাধ্যমে বই বিতরণ করা হত। তারাই কমিশনের মোটা অংক পেত। এ ব্যাপারে তাদের অভিযোগ হল বোর্ড এজেন্টদের ১৫ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ কমিশন দিয়েছে।

কমিশনের হারটা ছিল এমন যে, ঢাকা মহানগরীর জন্য ১৫ শতাংশ, ঢাকার সন্নিকট অঞ্চলগুলোর জন্য ২০ শতাংশ, ফরিদপুর এবং আশেপাশের জন্য ২৫ শতাংশ, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ইত্যাদি দূরাঞ্চলের জন্য ৩০ শতাংশ। কিন্তু কারসাজির ফলে ঢাকায় বসেই ৩০ শতাংশের কমিশন লাভ করেছে অনেক এজেন্ট। ১৬ হাজার এজেন্ট-এর মধ্যে সাত থেকে আট হাজার এজেন্ট ছিল ভুয়া। ছোট বই-এর দোকানদারদের অভিমত হল এজেন্টদের কাছ থেকে বই সংগ্রহ করতে গেলে আমাদের যে কমিশন দেয় তা দিয়ে আমাদের পোষায় না। তারা আমাদের নোট গছিয়ে দেয় যাতে পোষাতে পারি। বুঝতেই পারছেন কেন আমরা বই-এর সাথে নোট দিচ্ছি।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই বিক্রি নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও কেন তা বিক্রি করা হচ্ছে, এ প্রশ্নের উত্তরে তাদের খোলামেলা বক্তব্য আমরা প্রকাশক নই বড় ব্যবসায়ীও নই বই-এর ছোট ব্যবসায়ী। বইএর দোকান রাখতে হলে এছাড়া উপায় নেই।